দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 APR 2008 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

৩শ' কোটি টাকা ব্যয়ে আবার আসছে বয়স্ক সাক্ষরতা কার্যক্রম

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

দেশে বর্তমানে আড়াই কোটি লোক নিরক্ষর। বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০১৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা হবে সাড়ে ৪ কোটি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষর রেখে ২০১৫ সালের মধ্যে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা তো দূরের কথা, বরং দারিদ্র্য আরো বৃদ্ধি পাবে। এ অবস্থায় দেশে এনজিওদের মাধ্যমে আবার বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালুর চিন্তাভাবনা করছে সরকার। আগামী ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকেই সারাদেশে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হবে এবং এ খাতে প্রায় ৩শ' কোটি টাকার একটি প্রকল্প চূড়ান্ত করা হয়েছে। শিগগিরই এটি অনুমোদনের জন্য একনেক বৈঠকে পাঠানো হবে। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া এবং শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের জন্য উপানুষ্ঠানিক ও কর্মমুখী কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রমকে আরো বেগবান করা হবে। ঢাকায় গতকাল (শনিবার) 'বয়স্ক সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনারে সরকারের নীতি নির্ধারকরা এ তথ্য জানিয়েছেন। ঢাকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ভবনে গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা ফোরাম আয়োজিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী এবং অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান, বয়স্ক সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা ফোরামের আহবায়ক কাজী রফিকুল আলম, সেভ দা চিলড্রেন ইউএসএ'র পৃঃ ১৫ ঃ ক ঃ ৪

৩শ' কোটি টাকা

[illegible] ইউনেস্কোর আঞ্চলিক ইনস্টিটিউট [illegible] মহসিন, গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক মুহাম্মদ আজিজুল হক ও [illegible] সমন্বয়ক তপন কুমার দাস। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এফআইভিডিবির নির্বাহী পরিচালক সেহীন আহমেদ।

সেমিনারে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশের ১১ বছর ও ঊর্ধ্ব বয়সী প্রায় ৬০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর কাছে সাক্ষরতার সুযোগ এখনো পৌঁছায়নি। রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনার পরেও জাতীয় সাক্ষরতার হার ৪০ শতাংশের কাছাকাছি (আদমশুমারী রিপোর্ট ২০০১)। আবার জাতীয় 'সাক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'মান সাক্ষর' শ্রেণী বাদ দিলে অগ্রসর সাক্ষর জনগোষ্ঠীর (যারা বিনা সাক্ষরতাকে তাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করে জীবনমান উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করতে পারেন) সংখ্যা ধরলে তা বড়জোর ২০ শতাংশ হতে পারে। সাক্ষরতার এ হারের অর্জনটুকু এসেছে মূলত মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই। স্বতন্ত্র কোন সাক্ষরতা কার্যক্রম বা কথিত কোন অভিযান বা আন্দোলন থেকে নয়।

অন্যদিকে, মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দুর্বল মান এবং দরিদ্রতা সাক্ষরতা ক্ষেত্রে অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হওয়া ৪০ শতাংশেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার মাঝ পথেই ঝরে যাচ্ছে। দারিদ্র্যের কারণে শ্রমের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ায় এদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অব্যাহত রাখা সম্ভব হচ্ছে না। আর কার্যকর সাক্ষরতার হার বাড়ছে না বলে দেশে দারিদ্র্য বিমোচনও গতি পাচ্ছে না এবং জীবন পরিচালনায় দক্ষতা বাড়ছে না। এজন্য ১১ ঊর্ধ্ব বয়সীদের জন্য কর্মমুখী বিশেষ শিক্ষা সম্প্রসারণ জরুরী হয়ে পড়েছে। বিদেশী দাতা ও আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় অর্থায়নে আগ্রহী। রেমিট্যান্সই বাংলাদেশের আগামী অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ভিত্তি হবে উল্লেখ করে সেমিনারে বক্তারা। এজন্য দেশে দক্ষ ও [illegible] জনশক্তি গড়ে তুলতে সাক্ষরতা ও [illegible] কর্মসূচি সম্প্রসারণে জোর দেন এবং কারিগরি শিক্ষা ও লাগসই কর্মমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।